বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
শিপ পারসোনেল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট
চরমুগরিয়া,মাদারীপুর।
এসপিটিআই'র''পরিচিতি''এবং প্রশিক্ষন কার্যক্রমের বিবরণ।
কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু ২০১৩ ইং ।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে উত্তরে আরিয়াল খাঁ ও পূর্বে কুমার নদীর তীরে মাদারীপুরস্থ চরমুগরিয়া নামক স্থানে ০৭ একর ভূমিতে ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দে শিপ পারসোনেল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। কেন্দ্রটি তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নৌ- শিক্ষানবীস তৈরী সহ জাহাজে কর্মরত নৌ-যান কর্মীদেরকে আধুনিক,বাস্তবসম্মত ও যুগোপোযোগী প্রশিক্ষন দিয়ে থাকেন। কেন্দ্রটিতে ০১ বৎসর মেয়াদী আবাসিক মেরিণ শিক্ষানবীস কোর্সে ডেক বিভাগে ১৫ জন ও ইঞ্জিন বিভাগে ১৫ জন মোট ৩০ জন নৌ-শিক্ষানবীস ভর্তি করে সেমিষ্টার পদ্ধতিতে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। ০১ বছর মেয়াদী কোর্সে অংশগ্রহন শেষে নৌ-শিক্ষানবীসগন সী-সার্ভিস সমাপ্তির পর মাষ্টার মেরিনার সার্টিফিকেট সহ বিভিন্ন কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট অর্জন করে দক্ষতা ও সফলতার সাথে দেশী বিদেশী জাহাজে অত্যন্ত সফলতার সাথে চাকুরী করে জাতির জন্য বিরল সম্মান বয়ে আনা সহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে থাকেন। ইন্টারন্যশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের চাহিদা অনুয়ায়ী তত্ত্বীয় পাঠ্যক্রম সহ ব্যবহারিক প্রশিক্ষনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের একটি ওয়ার্ক বোট রয়েছে। প্রশিক্ষন কেন্দ্রে ক্যাডেট কোর্স ব্যতিত নৌ-যানে কর্মরত নাবিকদের ইনসার্ভিস হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদী কোর্স রয়েছে। বর্তমানে ইনিষ্টিটিউটটিতে প্রকল্পের অধীনে উন্নয়নমূলক কাজের আওতাধীনে মেরিণ শিক্ষানবীসদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের **Library: Navigation Lab : Seamanship Lab : Fire fighting Lab : Life saving Lab and Engineering workshop** স্থাপন করা হবে ।

ইনসার্ভিস কোর্স ঃ অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে আগমনকারী নৌ-যান কর্মীগনকে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষন দেওয়া হয় । এই প্রশিক্ষনের ভিত্তিতে নৌ-যান কর্মীগন ডেক ও ইঞ্জিন শাখায় পরবর্তীতে কম্পিটেন্সী পরীক্ষায় অবতীর্ন হয়ে যোগ্যতার সনদ অর্জনের মাধ্যমে পদোন্নতি লাভ করে থাকেন।

ইনসার্ভিস কোর্স (পাইলট ও মাষ্টার পাইলট) ঃ এ কোর্সে শুধু কর্তৃপক্ষের মার্কম্যান ,পাইলট ও মাষ্টার পাইলটগন তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও পরবর্তীতে পদোন্নতির জন্য দক্ষতা অর্জনের নিমিত্তে ত্রৈ - মাসিক ইনসার্ভিস হিসেবে প্রশিক্ষন গ্রহন করে থাকেন।

প্যাসেঞ্জারশিপ এ্যান্ডোর্সমেন্ট কোর্স ঃ যাত্রীবাহী জাহাজে কর্মরত বিভিন্ন শ্রেনীর মাষ্টারদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নৌ-দূর্ঘটনা লাঘবে ০২ সপ্তাহ মেয়াদী কোর্স চলমান রয়েছে।

পাঠ পরিকল্পনা ঃ প্রতিটি বিষয়ে প্রশিক্ষকগন পাঠ পরিকল্পনা অনুয়ায়ী প্রশিক্ষন প্রদান করে থাকেন,ফলে **Lecture discussion. Home work , spot test , Feedback,** ইত্যাদি যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায়।

অডিও ভিজুয়্যাল শিক্ষা উপকরণ ঃ ক্লাসরুমে **Overhead multimedia Projector** ব্যবহার করা হয়,সিডি প্লেয়ার ও টিভির মাধ্যমে ডকুমেন্টারী ও শিক্ষামূলক ছবি দেখানো হয়।

শৃঙ্খলা ঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা ,প্রশিক্ষন কেন্দ্রের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য এর মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীগন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয় । যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতির সোপান হয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার ঃ কেন্দ্রে একটি বেশ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। এতে বিভিন্ন পাঠ বিষয়ক বই থাকায় প্রত্যহ রুটিন অনুয়ায়ী ক্যাডেটদের গ্রন্থাগারে উপস্থিত হয়ে পড়াশুনা করতে হয়।

চিকিৎসা ঃ ক্যাডেটদের চিকিৎসার জন্য কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুয়ায়ী চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

খেলাধূলা ঃ- প্রত্যহ রুটিন অনুয়ায়ী শিক্ষানবীসদের বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলা করানো হয়।

উদ্দেশ্য ঃ নৌ - দূর্ঘটনা এড়ানো ও যাত্রীসেবা নিশ্চিত করার লক্ষে প্রানহানীসহ মালামালের ক্ষয়ক্ষতি লাঘব এবং নৌ-যান সুষ্ঠ ও নিরাপদে পরিচালনার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নৌ-যান কর্মী তৈরীই প্রশিক্ষন কেন্দ্রটির উদ্দেশ্য ।

পাসিং এ্যাওয়ার্ড ঃ প্রতিবছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ক্যাডেটদের এক মনোরম শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত অনুষ্ঠানে ০৪ জন শিক্ষানবীসকে পাসিং এ্যাওয়ার্ড সম্মাননা প্রদান করা হয়।

চলমান পাতা নং ২

ক) মেরিণ শিক্ষানবিশ কোর্স ঃ- কেন্দ্রটিতে ০১ বৎসরে মেয়াদী মেরিণ শিক্ষানবিশ ডেক ও ইঞ্জিন বেভাগ কোর্স চালু রয়েছে। এই কোর্সে প্রতি বৎসর ৩০ জন মেরিণ শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষন দেয়া হয় । যার মধ্যে ১৫ জন(ডেক) ও ১৫ জন (ইঞ্জিন) বিভাগের নৌ-শিক্ষানবিশ। প্রশিক্ষন সমাপ্তির পর নৌ-শিক্ষনবিশদের অভ্যন্তরিণ বিভিন্ন ধরণের নৌ-যানে লস্কর/সুকানী/গ্রীজার হিসেবে চাকুরীর সুযোগ রয়েছে।

খ) মেরিণ শিক্ষানবিশ কোর্সে ভর্তির শর্তসমূহ ঃ-

০১। আবেদনকারীকে অবিবাহিত হতে হবে ।

০২। বয়স ১৬ বছর ৬ মাস হতে ২০ বছর এর মধ্যে হতে হবে।

০৩। আবেদনকারী ডেক অথবা ইঞ্জিন যে শাখায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তা আবেদন পত্রে উল্লেখ করতে হবে ।

০৪। চুড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে সার্বক্ষনিক প্রশিক্ষন গ্রহনের জন্য কেন্দ্রে অবস্থান করতে হবে।

গ) আবেদন পত্রের সাথে যা জমা দিতে হয় ঃ-

১) এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাশের সনদপত্র ও নম্বর পত্রের সত্যায়িত কপি ।

২) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান /কমিশনার কর্তৃক জাতীয়তা / চারিত্রিক সনদপত্রের কপি।

৩) সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (দুই কপি)।

৪) অধ্যক্ষ,ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষন কেন্দ্র ,বরিশালের অনুকূলে ২০০/-(দুই শত) টাকার পোষ্টাল অর্ডার (অফেরত যোগ্য) ।

৫) নিজ ঠিকানা সম্বলিত ১০ (দশ) টাকার ডাক টিকিট যুক্ত ০১(এক)টি খাম ।

৬) জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটো কপি (যদি থাকে) ।

ঘ) ভর্তি পদ্ধতিঃ

০১। এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ন আবেদনকরীর মধ্য হতে নির্বাচনী পরীক্ষার মেধা তালিকার ভিত্তিতে শিক্ষানবীস নির্বাচিত করা হবে।

০২। বাংলা,ইংরেজী,অংক ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

০৩। প্রতি শাখায় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ন প্রার্থীদের মৌখিক ,শারীরিক সুস্থতা,চঁক্ষু ও সাঁতার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে ।

০৪। মৌখিক, শারীরিক সুস্থতা ,চঁক্ষু ও সাঁতার পরীক্ষায় উত্তীর্ন প্রার্থীদের মধ্য হতে প্রতি শাখায় ১৫(পনের) জন করে মোট ৩০(ত্রিশ)জন শিক্ষানবীসকে চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হবে ।

০৫। চুড়ান্তভাবে উত্তীর্ন প্রার্থীদের প্রত্যেককে এককালীন ২০,০০০/-(বিশ হাজার)টাকা বার্ষিক কোর্স ফি (অফেরৎযোগ্য) পরিশোধের মাধ্যমে ভর্তি হতে হবে ।

ঙ) সুবিধাদি ঃ প্রশিক্ষনার্থীদেরকে সার্বক্ষনিক কেন্দ্রে অবস্থান করতে হবে এবং তাদেরকে বিনা খরচে থাকা ,খাওয়া ও প্রশিক্ষন ইউনিফরম প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষন শেষে দেশীয় অভ্যন্তরীন / বিদেশী /ফিশিং ভেসেল সহ অন্যান্য নৌ-যানে চাকুরীর সুযোগ/ সম্ভাবনা রয়েছে।

১১.১২.২০১৪